Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 902 - 914
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 902 - 914
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

প্রাক-গান্ধীপর্বে দেশীয় সংবাদপত্রের লেখনীতে কারাগারের রাজনীতিকরন (১৯০৫ - ১৯১৫)

জয়দীপ সেন
Email ID : Joydeepsenhistory@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword
Politicization, rule of law, Newspaper, prison, Gandhi colonial prison,

Abstract
The concept of political prisoner was a contesting space between colonial government and nationalist. Colonial government basically tried to implemented hegemonic control over subjected people. Alien ruling power has intended to embedded hegemonic power through the concept of rule of law. The very people who violated the rule of law would be punished by imprisonment. Imprisonment became the means to implemented rule of law. Pervasive presence of rule of law has created a section of obedient indigenous people who for their interest wants to support colonial rule. These Section of people gradually realized the limitation of the concept of rule of law. These section from the time of swadesi movement conspicuously protested against the colonial government. Their protest not only confined within traditional protest but also extended to new from a mass mobilization. Newspaper has a pivotal role within the ambit of new form of mass mobilization. Newspaper gradually made conciliatory space with the mass. Colonial government also had took repressive measure against nationalist press. Native press played profound impact to made prison as a political space. Basically middle class prisoner wielded the violation of rule of as a form of protest. Middle class prisoner always used imprisonment to enhance the cause of nationalist movement. Native newspaper regularly published the report of middle class suffering within the prison. Suffering within the prison of nationalist became the concerning issue of national imagination. Colonial government also confronted with the dilemma of their reaction of the suffering of nationalist prisoner. Colonial administration also took some measure to differentiate the nationalist prisoner with the common prisoner. Due to this Bipin Chandra paul get good treatment within prison. But the case of Bipin Chandra paul is a exceptional issue. Generally political prisoner not get dignified treatment within the prisoner. The suffering of political prisoner extended throughout the society by native newspaper. suffering of the prisoner in Andaman jail also disseminated by native newspaper. It is well established believe that by the assiduity of the Gandhi colonial prison became the space of political protest.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 902 - 914
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

But if we notice the feature of swadeshi movement then it will easily understand the process of politicization of colonial prison outset before the gandhian era.

Discussion

ঔপনিবেশিক ভারতীয় উপমহাদেশের জাতীয় প্রতিরোধ, পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তর গন-আন্দোলন হিসাবে পরিচিত।[১] ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সাথে জাতীয় আন্দোলনের সর্দাই বিরোধিতার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।[২] এই বিরোধিতার চরিত্রের মধ্য দিয়েই জাতীয় আন্দোলন গন-মানসে আপন বৈধতাকে প্রতিপন্ন করতে চাইত। যে বৈধতা নির্মানের মূল ভিত্তি ছিল জনমানসের সাথে জাতীয় আন্দোলনের দাবির সংহতি সাধন।ঔপনিবেশিকতা বিরোধী দাবির স্বপক্ষে জনগনের মধ্যে সংহতি সাধনের মধ্য দিয়েই জাতীয় প্রতিরোধ গন-আন্দোলনের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। ভারতীয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে গন-আন্দোলনের সূচনার সাথে গান্ধীজিকে সম্পৃক্ত দেখবার প্রবনতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। গান্ধীজির পূর্বের জাতীয় প্রতিরোধের প্রতি একপ্রকার উপেক্ষাপূর্ন মানসিকতা প্রদর্শিত হয়। তবে গান্ধীজি সম্পূর্ন প্রেক্ষিতহীন পরিসরে গন-আন্দোলনের সূচনা করেন নি। গান্ধীজির পূর্বেও ঔপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয় প্রতিরোধের ঐতিহ্য ছিল। যে প্রতিরোধী ঐতিহ্যের সাথে গান্ধী অনুসৃত রাজনৈতিক পন্থার সাদৃশ্যও পরিলক্ষিত হয়। গান্ধীর পূর্বেও অহিংস পন্থাকে অনুসরণ করা হত জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে।[৩] স্বদেশী ও বয়কট নীতিও আন্দোলনের পদ্ধতি হিসাবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সময়কালে ব্যবহৃত হয়েছিল। অন্যান্য বিভিন্ন পন্থার ন্যায় কারাবাসকে রাজনৈতিক চরিত্র প্রদানের প্রবনতারও প্রাক্-গান্ধী ঐতিহ্য ছিল। কারাগারকে জাতীয় আন্দোলনের প্রতিবাদের অন্যক্ষেত্রে পরিনত করবার চেষ্টা স্বদেশী আমল থেকেই সূচিত হয়েছিল। কারাগারের রাজনীতিকরণের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল রাজনৈতিক বন্দির ধারণা। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কারাবাসকে বৃহত্তর জাতীয় জীবনের সাথে সংযুক্ত করা হতে থাকে স্বদেশী আন্দোলনের সময়কাল থেকে। কারাবাসের রাজনীতিকরনের ক্ষেত্রে দেশীয় সংবাদপত্রগুলির গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা ছিল। জাতীয় কারনে কারাবাসকে বৃহত্তর গন-পরিসরের নিকট পৌছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম ছিল সংবাদপত্র। যুগান্তর, হিতবাদী, সন্ধ্যা ও নবশক্তির ন্যায় পত্রিকা জাতীয় কারনে কারাবাসের সংবাদ নিয়মিত প্রকাশ করত। তার ফলে ব্যক্তিগত কারাবাস জনিত আত্মত্যাগের সাথে বৃহত্তর জাতীয় গন-মানস পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেত। প্রাক্-গান্ধী পর্বে ঔপনিবেশিক কারাগারের রাজনীতিকরণের ক্ষেত্রে সংবাদ পত্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

ঔপনিবেশিক শাসনকালে কারাগারের রাজনীতিকরন বিষয়ে আলোচনায় বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশককে গুরুত্বপূর্ন পর্ব বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। অসহযোগ আন্দোলনের সময়কালে গান্ধীজি সত্যাগ্রহীদের কারাবাসের আচরন সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই কারনে রাজনৈতিক কারাবাসের আলোচনা অসহযোগ আন্দোলনের সময় শুরু হয়ে থাকে। রাজনৈতিক কারাবাসের সাথে মধ্যবিত্ত শ্রেনির বন্দি হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেনির প্রচেষ্টার মধ্যদিয়েই কারাগারের রাজনীতিকরণ ঘটেছিল। জওহরলাল নেহেরু এই কারনে মনে করেছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে মধ্যবিত্ত শ্রেনির কারাগার সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না।[৪] জওহরলাল নেহেরুর এই মন্তব্যের সাথে অন্তত বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে সহমত হওয়া সম্ভব নয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বহু পূর্বেই বৃহত্তর কারনের জন্য কারাবাস করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের কারাবাসকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলা গেলেও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় নিয়মিত মধ্যবিত্ত শ্রেনির প্রতিনিধিরা রাজনৈতিক কারনে কারাযাপন করেছিল। অরবিন্দ ঘোষ,বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ মধ্যবিত্ত শ্রেনির প্রতিনিধিরা রাজনৈতিক কারনেই কারাগারে বন্দি হয়েছিলেন। আসলে আসহযোগ আন্দোলনের পূর্বের রাজনৈতিক কারাবাস নিয়ে অস্পষ্টতা জওহরলাল নেহেরু থেকে ঐতিহাসিকদের একাংশের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তবে গান্ধীজির পূর্বেই কারাবাসের রাজনীতিকরনের প্রবনতা সূচিত হয়েছিল সে বিষয়ে সংশয় নেই। স্বদেশী আমলের সংবাদপত্রের তথ্য থেকেই অনুধাবন করা যায় কারাবাসের রাজনীতিকরন কিভাবে ঘটেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় গন-সংযোগের একাধিক পন্থা অনুসৃত হয়েছিল। যে পন্থাগুলির মূল লক্ষ্য ছিক সাধারন মানুষের কল্পনাকে ঔপনিবেশিকরনের প্রভাব থেকে মুক্ত করা। মানুষের কল্পনার কাছে আবেদন তৈরিতে সংবাদপত্রের লেখনীর অন্যতম ভূমিকা ছিল। রাজনৈতিক কারাবাস সম্পর্কে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 902 - 914
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সচেতনতা বা সহানুভূতি তৈরি করেছিল দেশীয় সংবাদপত্রের লেখনী। লেখনীর মাধ্যমে কল্পনাগত সাযুজ্য যে জাতীয় চেতনার সংহতি সাধন করে। জাতীয় চেতনার সংহতি সাধনের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক কারাগারের কি ভূমিকা ছিল তাই আমার আলোচনার বিষয়। ঔপনিবেশিক কারাগারের রাজনীতিকরনের ক্ষেত্রে ১৯০৫ থেকে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার রাজনৈতিক বন্দির ধারনা দেশীয় সংবাদপত্রগুলি কিভাবে প্রকাশ করত তা প্রাধান্য পাবে। ঔপনিবেশিক কারাগারের রাজনীতিকরন নিয়ে ইতিহাসচর্চা হয়েছে তবে সেখানে গান্ধীজির আগমনের পরবর্তী সময়কাল প্রাধান্য পেয়েছে। আবার সেখানে আলোচনা পদ্ধতিতেও একটি নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরনের প্রবনতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। যেখানে ঔপনিবেশিক নীতির নিরিখে কারাগারের রাজনৈতিক বন্দিদের জীবনকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ঔপনিবেশিক নীতির নিরিখ ছাড়াও রাজনৈতিক কারাবাসকে বিবেচনা করবার ভিন্নতর পন্থা ছিল। সমকালীন দেশীয় সংবাদপত্রের লেখনী যে বিকল্প ভিন্নতর পন্থা হতে পারে। তাই ঔপনিবেশিক সংস্কার নীতির পরিবর্তে জাতীয় অবস্থান থেকে কারাগারের রাজনীতিকরণকে বিবেচনা করা হবে।

১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয় যুগান্তর পত্রিকা।[৫] এই পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিল। এই পত্রিকার নামকরন করেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।[৬] শিবনাথ শাস্ত্রীর যুগান্তর নামক সামাজিক উপন্যাসের নাম অনুযায়ী এই পত্রিকার নামকরন করা হয়েছিল। সশস্ত্র ও বৈপ্লবিক মানসিকতা প্রচার করাই ছিল যুগান্তর পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। ২রা জুন ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত উত্তেজনা সৃষ্টিকারী রচনার জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষ এই পত্রিকাকে ৭ই জুন সতর্ক করে দিয়েছিল।[৭] তবে এই সতর্কতাকে যুগান্তর পত্রিকা বিশেষ বিবেচনার মধ্যে আনেনি। প্রথম থেকেই এই পত্রিকা ঔপনিবেশিক শাসনের কঠোর সমালোচনা শুরু করেছিল তা ধারাবাহিক রেখেছিল। ১৬ই জুন ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে এই পত্রিকা 'Dispelling of fear' - নামে একটি রচনা প্রকাশ করে। এই রচনাটিতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যকে 'লজ্জা' বলে চিহ্নিত করা হয়।[৮] এই রচনাতে বলা হয় -

> "...it was a house without a foundation or a garland strung without a thread..."[৯]

দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র ভারতবাসীর মধ্যে মানসিক ভীতিবোধ থাকবার কারনে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য নিজের অস্তিত্ব ধারাবাহিক রাখতে পেরেছে। এই পত্রিকাতেই লেখা হয় ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা লাঠির ভাষা বোঝে তাই শক্তি প্রয়োগ করে তাদের তাড়াতে হবে।[১০] ঔপনিবেশিক প্রশাসনের দৃষ্টিতে এই জাতীয় লেখা রাজদ্রোহমূলক রচনা বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই কারনে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই জুলাই যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।[১১] ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আদালতে যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব স্বীকার করে নেন।[১২] ২৪শে জুলাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে 124A ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এই কারনে এক বছরের জন্য ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়। যুগান্তর ছাড়াও বেশ কয়েকটি পত্রিকা স্বদেশী আন্দোলনের সময়কালে প্রকাশিত হয় যেগুলির মূল লক্ষ্য ছিল প্রতিষ্ঠান বিরোধী বয়ান প্রকাশ করা। এই তালিকায় অন্যতম হল বন্দেমাতরম পত্রিকা। বন্দেমাতরম পত্রিকা ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। অরবিন্দ ঘোষ এই পত্রিকা প্রকাশের মুখ্য উদ্যোক্তা ছিলেন। যুগান্তর পত্রিকার সাথে সখ্যতা থাকলেও বন্দেমাতরম সাধারন মানুষের পরিবর্তে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে নিজেদের বক্তব্যের আবেদন তৈরি করতে চেয়েছিল।[১৩] ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের জুন ২৮শে জুন 'Politics for Indian' বলে একটি লেখা সহ যুগান্তরের বেশ কিছু লেখার অনুবাদ প্রকাশিত হয়, যার জন্য আরবিন্দ ঘোষকে দায়ী করা হয়।[১৪] ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট অরবিন্দ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রমানাভাবে অবশ্য অরবিন্দ ঘোষকে ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তি দেওয়া হয়।[১৫] তবে ইতিমধ্যে বন্দেমাতরম মামলার সাথে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল। বিপিন চন্দ্র পাল এই মামলায় কোন প্রকার সহযোগীতা করতে রাজি ছিলেন না।[১৬] বিপিন চন্দ্র পালের এই নির্ভীক অবস্থান ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলনে এক প্রকার সাহসিকতার দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিল। আদালত অবমাননার জন্য ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে বিপিন চন্দ্র পালের ছয়মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড হয়েছিল।[১৭]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 902 - 914
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিপিন চন্দ্র পালের কারাবাস সমকালীন জনমানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। শাস্তি নিশ্চিত জেনেও ঔপনিবেশিক ক্ষমতা কাঠামোর সামনে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা তিনি করেন নি। বিপিন চন্দ্র পালের এই আচরন সমকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলে জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধির সমার্থক হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।[১৮] বিপিনচন্দ্র পাল সচেতন ভাবে শাস্তিকে মেনে নিয়ে নিয়েছিল। যার মাধ্যমে নৈতিকভাবে তিনি কারাবাসকে এক সচেতন প্রতিবাদের চরিত্র দিয়েছিল। বিপিন চন্দ্র পালের কারাবাসের শাস্তিকে কোনোভাবেই ঔপনিবেশিক প্রশাসন যৌক্তিকতা প্রদান করতে পারে না বলে - স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিল দৈনিক হিতবাদী পত্রিকা। এই শাস্তি সম্পর্কে দৈনিক হিতবাদীতে আরো লেখা হয় -

> "...The punishment which appears too severe to the public, certainly enhances the glory of the sufferer."[১৯]

বিপিন চন্দ্র পালের কারাবাস আসলে তার আচরন বা অপরাধের তুলনায় অনেক বেশী কঠোর শাস্তি ছিল-এই প্রতীতি গড়ে উঠেছিল। সেই কারনে বিপিন চন্দ্র পালের কারাবাস অপরাধ চরিত্রের পরিবর্তে, আক্রান্ত বিপিন চন্দ্র পালের আত্ম গৌরব বৃদ্ধির কারন হয়েছিল। সেই কারনে কারাবাস "...inflame the hearts of the public and increase their hatred to the official"[২০] -এর পরিস্থিতি তৈরি করে। সমকালীন সময়ে জাতীয় কারনে কারাবাসকে কেন্দ্র করে সাধারন মানুষের মধ্যে ঔপনিবেশিক প্রশাসন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা বৃদ্ধি জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ন ছিল। তার কারন নরমপন্থীরা ইংরেজ শাসনের অনুগত ছিল। বিপিন চন্দ্র পাল সেই বিচারে চরমপন্থী গোষ্ঠীভুক্ত সদস্য। তার অযৌক্তিক কারাবাস সাধারন মানুষের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে মোহমুক্তির মানসিকতা তৈরি করেছিল। বিপিনচন্দ্র পালের কারাবাসের সামাজিক প্রতিক্রিয়া এক প্রকার ইতিহাস তৈরি কারেছিল, যা কয়েক প্রজন্মের স্মৃতিতে স্থান পাবে বলে - সন্ধ্যা পত্রিকা মন্তব্য করেছিল।[২১] আদালতের সামনে নিশ্চিত কারাবাসের শাস্তির ভীতিকে উপেক্ষা করে যেভাবে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত বিপিন চন্দ্র পাল স্থাপন করেছিল তার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে বিশেষ দেখা যায়নি। বিপিনচন্দ্র পালের কারাবাসকে বৃহত্তর স্বদেশী আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত করতে চেয়েছিল সন্ধ্যা পত্রিকা। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা পত্রিকায় বলা হয় –

> "...all swadeshi shops in calcutta were closed as a mark of respect for Babu B.C. pal who has been sent to jail."[২২]

কারাবাস জনিত ঔপনিবেশিক শাস্তিকে সরাসরি সংযুক্ত করা হয়েছিল বয়কট আন্দোলনের সাথে। কারাবাসের প্রতিবাদের সাথে মিশে গিয়েছিল সমকালীন ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধবাদী রাজনৈতিক প্রতিবাদ। বিপিন চন্দ্র পালের কারাবাস জনিত শাস্তির রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ঔপনিবেশিক শাসনের পক্ষের যথেষ্ট অসুবিধার কারন হয়। সেই কারনে কারাবাসের প্রতিবাদে সংগঠিত জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ঔপনিবেশিক কতৃপক্ষের তরফ থেকে।[২৩] বিপিন চন্দ্র পালের পূর্বেই বন্দেমাতরম পত্রিকার সাথে যুক্ত থাকবার কারনে অরবিন্দ ঘোষের কারাবাস হয়েছিল। প্রমানাভাবে তাঁর কারামুক্তি ঘটে। অরবিন্দ ঘোষের কারাবাস জনিত আত্মত্যাগকে প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা রচনা করেছিলেন।[২৪] ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর উক্ত কবিতা নবশক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[২৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ সমর্থন পেয়েছিল অরবিন্দ ঘোষের এই পর্বের কারাবাস ও কারামুক্তি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বয়কট আন্দোলনের বিভিন্ন পন্থার সমালোচক ছিলেন, সেই তিনিই ঔপনিবেশিক আইনে অপরাধীর কারাবাস ও কারামুক্তির প্রশংসা করেছেন, যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ন।অন্যদিকে যা কারাবাসের রাজনীতিকরনের পথকে প্রশস্থ করছিল। জাতীয় মানসিকতায় রাজনৈতিক বন্দির ধারনা নির্মানের ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ছিল। কারাবাসের রাজনীতিকরন পরিনত পর্যায়ে না পৌঁছালেও একপ্রকার সামাজিক মান্যতা তৈরি হয়েছিল।

বিপিনচন্দ্র পালের কারাবাসের ন্যায় তাঁর কারামুক্তিও বহুব্যাপ্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই মার্চ বিপিনচন্দ্র পালের কারামুক্তি ঘটেছিল।[২৬] কারামুক্তিও রাজনৈতিক উন্মাদনার জন্ম দিয়েছিল। পূর্ব বাংলা ও আসামের মুখ্য সচিব পি. সি লাইন ঔপনিবেশিক ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিবকে জানিয়েছিল –

> “The chief event of the fortnight has been the release of Babu Bepin Chandra pal, which took place on the 9th march.”[২৭]

বিপিনচন্দ্র পালের মুক্তির দিন জনসভা ও পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। এই আয়োজনের মুখ্য দায়িত্ব পালন করে ছাত্র সমাজ। বিপিনচন্দ্র পালের মুক্তি সম্পর্কে তমলুক নামক সংবাদপত্রে লেখা হয় মফসসলেও আনন্দের পরিবেশে তৈরি করেছিল এই মুক্তি।[২৮] রাজনৈতিক প্রতিবাদের সাথে মিশে গিয়েছিল আনন্দের পরিবেশ। কারামুক্তির কারনে এই সামাজিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল। বিপিন চন্দ্র পালের কারামুক্তি উৎযাপনের গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট হল ছাত্র সমাজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় কার্যকরী অংশগ্রহন। বরিশালের ব্রজমোহন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা ২৫০ জন সহায়সম্বলহীন মানুষের মধ্যে চাল ও নুন প্রদান করেছিল বিপিন চন্দ্র পালের কারামুক্তি উৎযাপন করবার জন্য।[২৯] তারা এই কাজের জন্য অবশ্য কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভৎসিত হয়েছিল। বিপিন চন্দ্র পালের কারাবাস ঔপনিবেশিক প্রতিক্রিয়ার দিক থেকেও যথেষ্ট ব্যতিক্রমী ছিল, তার কারন ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতি রাজনৈতিক বন্দির ন্যায় আচরন করেছিল। তাঁকে দিয়ে কোনপ্রকার শ্রমসাধ্য কাজ কারাগারের অভ্যন্তরে করানো হয়নি।[৩০] সমকালীন সময়ে অন্য রাজনৈতিক বন্দিরা এই মর্যাদা পেতন না। বিপিন চন্দ্র পালের কারাবাস সমকালীন রাজনীতিকে নতুন অভিমুখ দিয়েছিল। কারাবাস ও কারামুক্তি রাজনৈতিক চর্চায় যথেষ্ট প্রসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল।

যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার কারনে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের এক বছরের কারাদন্ড হয়েছিল।[৩১] এই কারাদন্ড যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল তা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। তার কারন রাজনৈতিক বন্দির ধারণা নির্মানের সাথে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার অনুকূল সম্পর্ক আছে। কারাবাসকে অপরাধ নয় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে উপস্থাপন করতে চাইত রাজনৈতিক বন্দিরা। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা পর্যন্ত করেন নি। তার কারন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন ভারতমাতার সন্তান হওয়ার কারনে ঔপনিবেশিক আদালতের কাছে বিচার চাইবেন না।[৩২] তিনি জানতেন এর ফলে তাঁর কারাবাস হতে পারে তা সত্ত্বেও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আত্মপক্ষ সমর্থনে রাজি হননি। ঔপনিবেশিক শাস্তিকে এড়ানোর প্রচেষ্টা করেন নি। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কারাবাসের ভীতিহীনতা সমকালীন জনমানসে বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার করেছিল। জনগনের কাছে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নির্ভীকতার সংবাদকে জাতীয় শৌর্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপিত করবার ক্ষেত্রে সন্ধ্যা ও যুগান্তর সংবাদপত্র অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিল। যুগান্তর পত্রিকা ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের নিশ্চিত শাস্তির প্রতি উপেক্ষাপূর্ন আচরনকে বৃহত্তর অনুপ্রেরনার দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছে। ২০শে জুলাই ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের সন্ধ্যা পত্রিকায় বলা হয় –

> “Bhupendra Nath will be imprisoned, but a hundred men like him will take his place.”[৩৩]

২৪শে জুলাই ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের সাজা প্রাপ্তির দিন কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে একটি প্রতিবাদী সমাবেশের আয়োজন করা হয়।[৩৪] যেখানে ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের অবস্থানকে সমর্থন করা হয়। কারাবাসের সমর্থনে এই জাতীয় সমাবেশ যথেষ্ট ব্যতিক্রমী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল। যুগান্তর জনমানসকে এতটা প্রভাবিত করেছিল যে ব্রহ্ম বন্ধব উপাধ্যায় সন্ধ্যা পত্রিকার ছাপাখানা থেকে নিয়মিত যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করত।[৩৫] এর থেকে প্রমানিত হয় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কারাগারে থাকলেও যুগান্তর পত্রিকার গনমানসে গ্রহনযোগ্যতা কোনরকম ক্ষুন্ন হয়নি। যুগান্তর পত্রিকার দপ্তরে তল্লাশি করবার সময় গ্রেপ্তারের ভীতি উপেক্ষা করে জনগন বাঁধার সৃষ্টি করে।[৩৬] ৭ই আগষ্ট ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে যুগান্তর দপ্তরে তল্লাশির সময় বেশ কয়েকজন বাঁধা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই দৃষ্টান্তগুলি প্রমান করে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কারাবাস সাধারন মানুষের কাছে রাজনৈতিক দায়িত্বের পরিনতি বলে বিবেচিত হয়েছিল। আমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয় –

> "...He is not ordinary criminal but only a political offender and in England he would have been treated as a first-class misdemeanant."[৩৭]

অমৃতবাজার পত্রিকা নরমপন্থী মানসিকতা সম্পন্ন হয়েও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী লেখাকে রাজনৈতিক প্রতিবাদমূলক লেখনী বলে মনে করেছে। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের শাস্তিকে প্রয়োজনের তুলনায় কঠোর বলে ব্যাখ্যা করেছিল অমৃতবাজার পত্রিকা। বন্দেমাতরম পত্রিকার মতে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের আদালত কক্ষের আচরন ও কারাবাসের মধ্যদিয়ে মর্যাদাপূর্ন মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে।[৩৮] বন্দেমাতরম পত্রিকার মতে শাসিত জনগনের স্বার্থে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত অবস্থান নিয়েছেন সেই কারনে বিদেশী আইনে তাঁকে শাস্তি দিয়েছে।[৩৯] ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কারাবাসের শাস্তি প্রদানকারী আইনকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী বলে মনে করেছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের শাস্তি গ্রহনের সময় মুখে হাসি, ছিল যে হাসির মধ্যে বন্দেমাতরম পত্রিকা জাতীয় আশা দেখতে পেয়েছিল।[৪০] আরবিব্দ ঘোষ মনে করেন, ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সাজাভোগ কোন প্রকার অস্বাভাবিক নয়, তার কারন দেশ মুক্তির সংগ্রামে অবতীর্ন হলে বিদেশী আইন অনুযায়ী শাস্তিভোগ অনিবার্য।[৪১] এই জাতীয় শাস্তি বা কারাবাস আমাদের দুর্বল করবার পরিবর্তে মানসিক ভাবে দৃঢ় করবে। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কারাবাস সমকালীন নারী সমাজকেও রাজনৈতিক চেতনায় অনুপ্রানিত করেছিল। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট ডাক্তার নীলরতন সরকারের বাড়ি সম্মিলিত হয়ে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মাতাকে অভিনন্দন জানানো হয়।[৪২] কারাবাসকে এখানে শাস্তি হিসাবে দেখা হলে ভূপেনাথ দত্তের মাতাকে অভিনন্দন জানানো হত না। এই সমস্ত কারনে কারাবাসের সাথে অপরাধের সমানুপাতিক সম্পর্ক ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। কারাবাসকে প্রতিবাদ হিসাবে ভাববার কারনেই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মাতাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। ঔপনিবেশিক আইন অমান্যকারীর মাতাকে অভিনন্দন জানানোর অর্থ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কাজকে সমর্থন করা। এর মাধ্যমে আসলে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠান গুলি যে জাতীয় স্বার্থের বিরোধিতা করছে সেই বিষয়টি স্পষ্ট করবার চেষ্টা করা হচ্ছিল। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার আইনের বিবেচনায় যে ব্যক্তির কারাবাস হয়েছে তাঁর মাতাকে অভিন্দন জানিয়ে কাবাবাসকেই গৌরবান্বিত করা হয়। কারাবাসকে জাতীয় প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত করে না দেখলে, এই জাতীয় মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটত না। কারাবাস ও জাতীয় প্রয়োজনের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হওয়া রাজনৈতিক বন্দির ধারনা নির্মানের অন্যতম শর্ত। কারাবাস আভিনন্দিত হওয়ার ফলে কারাগার ও রাজনৈতিক বন্দির ধারনা সমাজমানসে তৈরি হচ্ছিল। ঔপনিবেশিক শক্তির বিবেচনায় অপরাধমূলক কারাবাস ক্রমশ সমাজের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক প্রতিবাদের পরিনাম হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে।

স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেই ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর সন্ধ্যা পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[৪৩] এই প্রত্রিকা প্রাথমিকভাবে পরোক্ষভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করত। তবে চরমপন্থী রাজনীতি স্বদেশী আন্দোলনের রাজনৈতিক মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার সময় সন্ধ্যা পত্রিকার ভাষা প্রত্যক্ষভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা শুরু করে। কারাবাস সংক্রান্ত সংবাদকে সাধারন মানুষের মধ্যে সম্প্রসারিত করবার ক্ষেত্রে এই পত্রিকার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অরবিন্দ দত্ত বা বিপিন চন্দ্র পালের কারাবাসের সংবাদ এই পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ পেত। সন্ধ্যা পত্রিকা চরমপন্থী ও বিপ্লববাদী রাজনীতিকে সমর্থন করত। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল এই পত্রিকা জাতীয় প্রয়োজনে বোমা তৈরির পরামর্শ দিয়েছিল।[৪৪] প্রত্যক্ষ্যভাবে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরোধিতা করবার কারনে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট সন্ধ্যা পত্রিকার ম্যানেজার সারদা চরন সেন কে ১২৪ এ ধারাতে গ্রেপ্তার করা হয়।[৪৫] ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার করা হয় সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সহ পত্রিকার মুদ্রক হরিচন্দ্র দাশকে।[৪৬] এই গ্রেপ্তার তুলনামূলকভাবে কম উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। গ্রেপ্তার শুধু নয় ব্রহ্মবন্ধব উপাধ্যায়ের মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা থেকে গিয়েছিল বলে বিপিন চন্দ্র পাল মনে করেছেন। তবে সমকালীন বিভিন্ন সংবাদ পত্র জাতীয় কারনে স্বার্থত্যাগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করে। অমৃতবাজার পত্রিকায় ১০ই সেপ্টেম্বর লেখা হয় – আত্মত্যাগ ব্যক্তি ও জাতি উভয়ের উন্নতি করে।[৪৭] এই সময় ব্রহ্মবন্ধব উপাধ্যায় ও বিপিন চন্দ্র পাল কারাগারে ছিলেন। তাই তাদের কারাবাসের সাথে অমৃতবাজারের লেখার পরোক্ষ সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে সন্ধ্যা পত্রিকা স্পষ্টভাবে সম্পাদকীয়তে লিখেছিল কারাবাস সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন কি সেই বিষয়টি। সেখানে লেখা হয় -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 902 - 914
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"...When we are sent to jail we shall be chastened and washed clean of all impurities. The gates of prison have been thrown open and we must enter."[৪৮]

কারাবাসকে শুদ্ধতা ও পবিত্রতার পন্থা বলে অভিহিত করা হয়। কারাবাসের রাজনৈতিক অভিমুখ তৈরির ক্ষেত্রে এই লেখনী বা মানসিকতা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ন ছিল। কারাবাস সম্পর্কে ব্রহ্মবন্ধব উপাধ্যায় মনে করেছিলেন, ইংরেজদের কারাগারে তাঁকে বন্দি রাখা সম্ভব নয়।[৪৯] তিনি দৃপ্ততার সাথে কারাবাসকে শাস্তি হিসাবে লঘু করে দিয়েছিল। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ শে অক্টোবর সন্ধ্যা পত্রিকায় লেখা হয় -

"...If the feringhi should dare to put me to the rack, I shall throw my body before his face as if it were torn slipper..."[৫০]

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের এই মানসিকতা প্রমান করে তিনি বিশ্বাস করেন তাঁকে কারাগারে বন্দি করবার ক্ষমতা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের নেই। কারাগারের প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খল তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অবদমিত করতে পারবে না। প্রাতিষ্ঠানিক অবদমনের থেকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে পৃথক করতে চেয়েছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তাঁর মৃত্যুর পরদিন অর্থাৎ ২৮শে অক্টোবর বন্দেমাতরম পত্রিকাতে ব্রহ্মবন্ধব উপাধ্যায়ের তিরোধানকে গৌরবের বলে প্রচার করা হয়। সেখানে বলা হয় -

"...he can very well triumph with prison handcuff …upadhyas decease fills the heart of the people with hope of liberty."[৫১]

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যুকে জাতির মুক্তি প্রাপ্তির সাথে সম্পৃক্ত করে দেখাতে চেয়েছিল বন্দেমাতরম পত্রিকা। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কারাবাস সম্পর্কে বলেছিলেন ঔপনিবেশিক কারাগার তাঁকে আটক রাখতে পারবে না। কারাবাসের শাস্তি সত্ত্বেও শারীরিক অসুস্থতার কারনে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। কারাবাসের শাস্তি তাঁকে আর ভোগ করতে হয়নি। তাই তাঁর মৃত্যুকে ব্যক্তির পরলোকগমনের পরিবর্তে জাতির মুক্তি প্রাপ্তির আকাঙ্খার সাথে বন্দেমাতরম পত্রিকা যুক্ত করতে চেয়েছিল।

বন্দেমাতরম, সন্ধ্যা ও যুগান্তর পত্রিকা ঔপনিবেশিক বিরোধিতার ভাষ্যকে নির্মান করতে চেয়েছিল লেখনী ও সংবাদ পরিবেশনের পন্থার মাধ্যমে। সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে এই পত্রিকাগুলি ইংরেজদের ভাবমূর্তিকে অনৈতিক ও জাতীয় প্রয়োজনের পরিপন্থী হিসাবে সাধারন মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে চাইত। তবে ঔপনিবেশিক ক্ষমতা কাঠামোর বিরোধিতার থেকেও এই পত্রিকাগুলি, জাতীয় প্রতিরোধকারীদের ত্যাগকে দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরে সাধারন মানুষকে সংহত করবার চেষ্টা করত। জাতীয় প্রতিরোধকারীদের ত্যাগ আসলে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের বিবেচনায় ছিল অপরাধমূলক কার্য। জাতীয় প্রতিরোধের ভিন্ন ভিন্ন পরিসর ছিল। তার মধ্যে অন্যতম হল কারাবাস। লেখনীর ভাষার কারনে রাজনৈতিক কারাবাসকারীরা নিজেদেরকে সাধারন অপরাধী থেকে পৃথক করতে করতে পারে। ফলে সমাজ কল্পনাতেও তাঁরা সাধারন অপরাধী থেকে পৃথক হতে বলে বিবেচিত হতে থাকে। সেই কারনে বিপিন চন্দ্র পাল বা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কারাবাসের বিরুদ্ধে সাধারন মানুষের মধ্যে প্রতিবাদী প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল। ঔপনিবেশিকতার বিরোধিতা করে কারাবাস হলে সেই বন্দিত্বকে পত্রিকাগুলি জাতীয় কারনে আত্মত্যাগ বলে উপস্থাপন করত। এই কারনে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে মে দেশীয় সংবাদপত্র গুলি সম্পর্কিত রিপোর্টে বলা হয় –

"There has been a lot of tall talk about martyrdom and dying for one country..."[৫২]

জাতীয় কারনে শহিদের আত্মত্যাগের প্রচারের ক্ষেত্রে আগ্রগন্য পত্রিকার পরিচয় নিয়ে বলা হয় -

"The worst papers are the Bande Mataram, the Sandhya and the yugantar."[৫৩]

এই সকল পত্রিকার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের ঔপনিবেশিক আইনে দোষী সাব্যস্ত করে কারাবাসের সাজা প্রদান করা হয়েছিল। কারাবাসের মাধ্যমে এই পত্রিকা গুলির রাষ্ট্রদ্রোহী লেখাকে নিয়ন্ত্রন করতে চাইত ঔপনিবেশিক প্রশাসন। স্বদেশী আন্দোলনের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 902 - 914
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পূর্বে ঔপনিবেশিক প্রশাসন দেশীয় সংবাদপত্রের এতটা কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়নি। এই সমালোচনা ও সমালোচনা প্রতিরোধের শাস্তি হিসাবে কারাবাস, প্রতিস্পর্ধী জাতীয় মানসিকতাকে প্রভাবিত করেছিল। ঔপনিবেশিক আইনের কারাবাসকে শাস্তি হিসাবে অবশ্য দেখেত না এই সকল পত্রিকার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা। তারা নিজেদের শাস্তি প্রাপ্তির সামনে অবিচলিত থাকত।[৫৪] শাস্তি প্রাপ্তি নিশ্চিত জেনেও তাঁরা আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করত না। এই সকল কারাবাসের সংবাদ অন্যান্য চরমপন্থী পত্রিকা গুলিতে নিয়মিত প্রকাশিত হত। যে সংবাদের সাথে প্রতিবাদ ও সহানুভূতির আবেগ মিশে থাকত। কারন কারাবাসে সাথে সংশ্লিষ্ট সংবাদের মূল লক্ষ্য ছিল না নিছক সংবাদ পরিবেশন করা। কারাবাসকে জাতীয় স্বার্থে অবস্থান গ্রহনের পরিনাম হিসাবে উপস্থাপিত করা হত। এক্ষেত্রে পত্রিকাগুলির সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা কারাবাসকে ব্যবহার করে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার আপরাধী চরিত্রকে নির্মানের প্রচেষ্টাকে পরিবর্তিত করতে চেয়েছিল। ঔপনিবেশিক শক্তিও এই প্রচেষ্টা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তার প্রমান হিসাবে বলা যায় বিপিন চন্দ্র পালের সাথে কারাগারে সাধারন অপরাধীর ন্যায় ব্যবহার করা হয়নি। তবে কারাকক্ষে বিপিন চন্দ্র পালের প্রতি নমনীয় আচরনকে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিবে বিবেচনা করতে হবে। তার কারন ঔপনিবেশিক কারাগারে সাধারন জাতীয় বন্দিদের প্রতি অত্যাচার মূলক আচরন করা হত। তার কারন বিপিনচন্দ্র পালের সমসাময়িক বাবু নীলমনি দাশ স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত থাকবার কারনে কারাগারে বন্দি ছিলেন। তিনি কারাগারে কি ধরনের ব্যবহার পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে সোনার ভারত পত্রিকায় লেখা ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই February লেখা হয় –

> "...Babu Nilmani das of tamluk, who had been sentenced to two months rigorous imprisonment in a Swadesi case, was very cruelly treated in jail. His body has become extremely thin and emaciated. In prison he was not only made to work hard during the illness, but was often subjected to severe physical chastisement. Marks of violence are still visible on his person."[৫৫]

বলাবাহুল্য এই সময়কালে কারাকক্ষে নীলমনী দাশের প্রতি যে আচরন করা হয়েছিল তাই ছিল স্বাভাবিক। নীলমনি দাশের কারামুক্তিকে জনসমাবেশের মাধ্যমে পালন করা হয়েছিল।[৫৬] ঔপনিবেশিক আইনের কারাবাস জাতীয় বিবেচনায় অভিন্দন যোগ্য কার্য বলে বিবেচিত হয়। ঔপনিবেশিক আইনে বিবেচিত অপরাধীদের কারামুক্তির 'জাতীয় উদযাপনের' সংবাদ বৃহত্তর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমেই সম্ভব হচ্ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করা সংবাদপত্রগুলি সাধারন মানুষের মধ্যে গ্রহনযোগ্যতার ভিত্তি তৈরি করতে পেরেছিল। ১৯০৭ সালের ঔপনিবেশিক প্রশাসনের রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানতে পারা যায় উক্ত বছরের জুলাই মাসে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৭০০০ হাজার সন্ধ্যা প্রত্রিকা বিক্রি হয়।[৫৭] সন্ধ্যা পত্রিকা জাতীয় কারাবাসের সংবাদকে প্রকাশ করত নির্ভীকভাবে। সন্ধ্যা পত্রিকা এতটাই নির্ভীক ও একনিষ্ঠ ভাবে জাতীয় দায়িত্বপালন করত যে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রেপ্তারের পর যুগান্তর পত্রিকা সন্ধ্যার ছাপাখানা থেকেই প্রকাশিত হত। সন্ধ্যা পত্রিকা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বিপিনচন্দ্র পালের গ্রেপ্তার ও কারাবাসের সংবাদকে জাতীয় প্রতিবাদ হিসাবে উপস্থাপন করত নিয়মিত। এহেন ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধ অবস্থান গ্রহনকারী পত্রিকার বিক্রি বৃদ্ধি প্রমান করে, এই জাতীয় প্রতিবাদের ভাষা সাধারন মানুষের মধ্যেও গ্রহনযোগ্যতা তৈরি করছিল। কারাবাসের সংবাদকে জাতীয় প্রতিবাদের ভাষাতে পরিনত করবার ফলে বন্দিত্বের রাজনৈতিক অভিমুখ তৈরি হচ্ছিল। কারাবাসের এই রাজনীতিকরনের ধারনা নির্মানের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ন।

ইন্দু ভূষন রায় আন্দামানের সেলুলার কারাগারে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের ২৮-২৯ এপ্রিল রাতে আত্মহত্যা করেছিল।[৫৮] যে হত্যার কারন হিসাবে ইন্দু ভূষন রায়কে মানসিক ভাবে অসুস্থ বলে চিহ্নিত করা হয়।[৫৯] ইন্দু ভূষন রায় অন্য কোন কারনে আত্মহত্যা করেছিল কিনা সেই বিষয় অনুসন্ধানের বিষয়ে বিশেষ প্রচেষ্টা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের তরফে পরিলক্ষিত হয়নি। ইন্দু ভূষন রায়ের মানসিক অসুস্থতার বিষয়টিকে মূলত দুটি উদ্দেশ্যে কারা কতৃপক্ষ ব্যবহার করেছিল। প্রথমত মৃত্যু নিয়ে তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করবার জন্য। আর মানসিক অসুস্থতাকে বিভিন্ন রিপোর্টে উল্লেখ করে আসলে ইন্দু ভূষন রায়ের মৃত্যুর কোন রাজনৈতিক অভিমুখ যেন তৈরি না হতে পারে তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসন।

ইন্দু ভূষন রায়ের মৃত্যু বিষয়ে সঠিকভাবে তদন্ত করবার পরিবর্তে ঔপনিবেশিক প্রশাসন সমস্ত দায় মৃত ব্যক্তির ওপর আরোপ করতে তৎপর ছিল। রাজনৈতিক বন্দিদের আন্দোলনের বৈধতাকে শুধু নয় একই সাথে তাদের মৃত্যুকেও ঔপনিবেশিক প্রশাসন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা থেকে বিরত থেকেছিল। জাতীয় আন্দোলনকারীদের কার্যকলাপ শুধু নয়, তাদের জীবনের প্রতিও ঔপনিবেশিক প্রশাসন কতটা উদাসীন ছিল তা এই মৃত্যুর তদন্ত নিয়ে অনিচ্ছার মধ্য দিয়ে প্রমানিত হয়। এই উদাসীনতা আসলে প্রকৃত সত্যকে গোপন করবার প্রচেষ্টা। ইন্দু ভূসন রায়ের মৃত্যুর কারন অনুসন্ধানের জন্য যে সকল প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরন নেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন নন্দ গোপাল। নন্দ গোপাল স্বরাজ্য পত্রিকায় রাজদ্রোহ মূলক রচনার জন্য দ্বীপান্তরের শাস্তি পেয়েছিলেন।[৬০] তিনি বলেন ইন্দু ভূষন রায় মূলত জেলের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করেছিল। তেল কলে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে ইন্দু ভূষন রায়কে বাধ্য করা হয়। শাস্তির নামে যে অত্যাচার করা হোত তার থেকে মুক্তি পেতে ইন্দু ভূষন রায়ের মৃত্যুর তিন মাস পূর্বে কালিয়ান বলে অপর এক রাজনৈতিক বন্দি আত্মহত্যা করেছিল। সে ক্ষেত্রেও কঠোর পরিশ্রমকেই নন্দ গোপাল আত্মহত্যার কারন হিসাবে উল্লেখ করে।[৬১] ঔপনিবেশিক প্রশাসন তাদের রিপোর্টে অবশ্য নন্দ গোপালের অভিযোগকে সম্পূর্নরূপে অস্বীকার করে। নন্দ গোপাল রাষ্ট্রদ্রোহী হওয়ার কারনে এই অভিযোগ করছে বলে উল্লেখ করা হয়। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের মূল লক্ষ্যছিল ইন্দু ভূষন রায়কে মানসিকভাবে অসুস্থ প্রমান করা সেই কারনে নন্দ গোপালের মতকে গুরুত্ব প্রদান করতে চায় নি।

ইন্দুভূষন রায়ের মৃত্যু সংক্রান্ত সমস্ত সরকারি দলিলে তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে উল্লেখ করা হয়। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র কাঠামোর বিরোধিতা করছিল ইন্দুভূষন রায়। ইন্দুভূষন রায়ের ন্যায় বন্দিদের সম্পর্কে ডাকাত শব্দটিও ব্যবহার করা হোত। ডাকাতি বা রাষ্ট্রদ্রোহী শব্দ গুলির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক ক্ষমতা কাঠামো প্রতিষ্ঠান বিরোধী জাতীয় প্রতিরোধের চরিত্রকে অবৈধ প্রতিপন্ন করতে চাইত। তবে ইন্দুভূষন রায়ের মৃত্যুর কারনে রাজনৈতিক বন্দি সম্পর্কিত আলোচনার গুরুত্ব ও ব্যাপ্তি গন-পরিসরে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৪ জুলাই ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দি শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল বেঙ্গলি প্রত্রিকা। বেঙ্গলি পত্রিকার সেই রিপোর্টে সাধারন বন্দিদের থেকে রাজনৈতিক বন্দিদের পৃথক করা হয়। লেখা হয় রাজনৈতিক বন্দি হল তাঁরা যারা তাদের মতামতের জন্য কারাবাস করছে।[৬২] ইন্দু ভূষন রায়ের সূত্রে আন্দামানের সমস্ত বন্দি যারা নিজেদের মতামতের জন্য কারাবাস করছে তাদেরকে রাজনৈতিক বন্দি বলে আখ্যায়িত করা হয়। ইন্দুভূষন রায়ের মৃত্যু সম্পর্কে লেখা হয় –

> “The suicide of one of the political prisoner, named Indu Bhusan Roy throws lurid light upon the whole situation… and they are treated harshness.”[৬৩]

আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দিদের প্রতি ঔপনিবেশিক প্রশাসনের আচরনকে স্পষ্টভাবে সমালোচনা করা হয়েছিল। ইন্দু ভূষন রায়ের আইন অমান্যতাকে ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও বেঙ্গলি পত্রিকা সম্পূর্ন বিপরীত অবস্থান থেকে বিবেচনা করেছে। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কাছে ইন্দু ভূষন রায় রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে বিবেচিত হয়েছে, অন্যদিকে বেঙ্গলি পত্রিকার বিবেচনায় তিনি রাজনৈতিক বন্দি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। মতামতের কারনে সম্পাদিত আইন অমান্যতা অপরাধ নয়, তা রাজনৈতিক আচরন, এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছিল বেঙ্গলি পত্রিকায়। অবশ্য বেঙ্গলি পত্রিকার এই অবস্থানের মধ্যে আইন অমান্যতাকে প্রশয় প্রদানের ইঙ্গিত পেয়েছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসন। রাজনৈতিক বন্দি সম্পর্কে জাতীয় গনমানসের চিন্তা যাতে পরিবর্তিত হতে পারে সংবাদপত্র সেই প্রচেষ্টায় করছিল বলে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ধারণা হয়। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের কাছে সংবাদপত্রের লেখনীর মাধ্যমে জাতীয় অবস্থানকে সমর্থন ও প্রতিরোধের দিকটি গুরুত্বপূর্ন হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে বাংলায় যে সকল পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার ওপর ঔপনিবেশিক প্রশাসন সতর্ক লক্ষ্য রাখত তার মধ্যে অন্যতম হল যুগান্তর। এই পত্রিকায় রাষ্ট্রদ্রোহী রচনার জন্য অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য্যের কারাবাস হয়েছিল। সংবাদ পত্রের লেখনীর মূল উদ্দেশ্য পাঠকের মানসিকতাকে প্রভাবিত করা। মানসিকতার পরিবর্তনের বিষয়টি ঔপনিবেশিক প্রশাসনকে প্রভাবিত করেছিল। সেই কারনে যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল। লেখনীর মাধ্যমে জাতীয় আবেগের পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে ঔপনিবেশিক প্রশাসন প্রতিরোধ করতে চাইত। তাই বেঙ্গলি পত্রিকার মাধ্যমে

ইন্দু ভূষন রায় সম্পর্কে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বা সন্ত্রাসবাদী ভাবমূর্তির বিপরীত চরিত্র গড়ে উঠুক তা ঔপনিবেশিক প্রশাসন চায় নি।

কারাবাসকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সচেতনতা বোধের বিকাশের সাথে বৃহত্তর জাতীয় প্রতিরোধের সম্পর্ক আছে। কারাবাস ও কারাবাসের সময়কালের শাস্তি সম্পর্কে গন-পরিসরকে সচেতন করবার ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্ব থেকে সংবাদ-পত্রগুলির গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা ছিল। বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্ব থেকে গন-পরিসরের রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ জাতীয় রাজনীতির চরিত্র পরিবর্তিত করতে থাকে। এই পরিবর্তনের কারনে ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্বের সহযোগী সামাজিক স্তর ক্রমশ সমালোচকে পরিনত হচ্ছিল।[৬৪] সেই কারনে সংবাদপত্রের খবরের দ্বারা প্রভাবিত জাতীয় গনপরিসর ক্রমশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সমালোচনায় মুখর হচ্ছিল। সংবাদপত্রের লেখনীর মাধ্যমে কৃত্রিম সহানুভূতি তৈরি হত বলে ঔপনিবেশিক প্রশাসন মনে করে।[৬৫] সংবাদপত্রগুলি গন-পরিসরকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করতে চাইত। এই কারনে কারাবাস ও কারাগারের শাস্তি সম্পর্কিত খবর প্রকাশ করত। ক্ষুদিরাম বসুর কারাবাস ও আদালতের বিচার পক্রিয়া সমকালীন অমৃতবাজার পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হত। আদালতের সওয়াল জবাবের সময় ক্ষুদিরাম বসু কতটা নির্ভিক ছিল তা স্পষ্ট করে প্রকাশ করা হয় সংবাদপত্রের লেখনীতে।[৬৬] ক্ষুদিরাম বসুর মৃত্যর পরদিন অর্থাৎ ১২ই আগষ্ট ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে অমৃতবাজার পত্রিকার শিরোনামে লেখা হয় - ক্ষুদিরামের অন্তিম/ প্রফুল্লচিত্তে স্মিতহাস্যে মৃত্যুবরন/ অনাড়ম্বর অন্ত্যেষ্টি।[৬৭] অমৃতবাজার পত্রিকা বৈপ্লবিক পথের অনুসারী না হলেও ক্ষুদিরামের শহিদ হওয়ার বিষয়টি যথেষ্ট সহানুভূতির সাথে উল্লেখ করেছে। অন্যদিকে বৈপ্লবিক সংবাদপত্র ক্ষুদিরামের মৃত্যু কিভাবে ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী কার্যক্রমের সম্প্রসারন ঘটিয়েছিল সেই সংক্রান্ত সংবাদ যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হত। বন্দেমাতরম পত্রিকা ৪ঠা নভেম্বর ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে কানাই লাল দত্তের কার্যকলাপকে প্রশংসা করে প্রবন্ধ প্রকাশ করে।[৬৮] কানাইলাল দত্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেছিলেন।[৬৯] ঔপনিবেশি প্রশাসনের কাছে এই হত্যাকে অভূতপূর্ব ঘটনা বলে বিবেচিনা করে। কারাগারের মধ্যে ঘটা হত্যাকান্ডের সাথে গন-পরিসরকে পরিচিত করবার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা ছিল।

উপরিউক্তো আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায় স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই রাজনৈতিক কারাবাস কিভাবে জাতীয় কল্পনায় প্রতিফলিত হতে শুরু করে। জাতীয় কল্পনার সাথে কারাবাসকে সংযুক্ত করে কারাগারের রাজনীতিকরনের ক্ষেত্রে সমকালীন সংবাদপত্রের লেখনীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। স্পষ্টভাবে উপলবদ্ধি করা যায় প্রাক গান্ধী পর্বেই কারাবাসের রাজনীতিকরন ঘটেছিল। কারাবাসের রাজনীতিকরনের এই অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে জাতীয় রাজনীতি ও সমাজ বাস্তবতার বেশ কয়েকটি দিক প্রতিফলিত হয়। কারাবাসের রাজনীতিকরণ ও রাজনৈতিক বন্দির ধারণা নির্মানের ক্ষেত্রে একদা অনুগত মধ্যবিত্ত শ্রেনিরই অগ্রনী ভূমিকা ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেনি অনুধাবন করেছিল ঔপনিবেশিক আইনের শাসনের অন্তরসার শূন্যতাকে। এই পর্বের কারাগারের রাজনীতিকরণের সাথে পরবর্তী, বিশেষত গনআন্দোলনের সময়কলের রাজনৈতিক কারা-ধারনার চরিত্রগত পার্থক্য আছে। গান্ধীজি গন-আন্দোলন পর্বে রাজনৈতিক কারাবন্দিদের বন্দি অবস্থার আচরনকে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। গান্ধিজি চেয়েছিলেন সত্যাগ্রহীরা বন্দি অবস্থায় কারাগারের নীতি ও নিয়ম অনুসরন করুক। সাধারন অবস্থায় তিনি বন্দিদের কারা-প্রতিবাদ থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়কালে রাজনৈতিক কারাবাসের সময়কালে প্রতিবাদ থেকে বিরত থাকবার কোন নির্দেশ ছিল না। রাজনৈতিক কারা-প্রতিবাদ কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়নি। কারাগারে কেবলমাত্র সুবিধা বা সুযোগ পাওয়ার জন্য প্রতিবাদ হয়নি। একই সাথে মর্যাদা প্রাপ্তির মানসিকতাও প্রতিফলিত হয়েছিল। তাই কারাগারের অভ্যন্তরীন প্রতিবাদকে কেবলমাত্র বস্তুগত চাহিদার দৃষ্টি থেকে বিবেচনা করলে হবে না। কারাগারের অভ্যন্তরীন প্রতিবাদকে বৃহত্তর সমাজের সাথে সংযুক্ত করবার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রই অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিল। সামাজিক সমর্থন বা সহানুভূতি ছাড়া কারাগারের রাজনীতিকরন সম্ভব হত না। তাই বলা যায় ঔপনিবেশিক কারাগারের রাজনীতিকরণের প্রবনতা গান্ধী পূর্ব পর্বেই শুরু হয়েছিল। অবশ্যই সেই ধারাকে সুদৃঢ় করেছিলেন গান্ধী। প্রাক-গান্ধী পর্বে কারাগারের রাজনীতিকরনকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের উল্লখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 101
Website: https://tirj.org.in, Page No. 902 - 914
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. চন্দ বিপান, ইন্ডিয়া স্ট্রাগ্যাল ফর ইন্ডিপেডেন্স ২০১৬, পেঙ্গুইন প্রকাশনী, পৃ. ১৪
২. চন্দ বিপান, দ্যা মেকিং অফ মর্ডান ইন্ডিয়া, ২০১২ ওরিয়েন্টাল ব্ল্যাক সোয়ান প্রকাশনী, পৃ. ৫
৩. হার্ডিম্যান ডেভিড, দ্যা নন ভায়োলেন্ট স্ট্রাগেল ফর ইন্ডিয়া, ২০১৮, পেঙ্গুইন প্রকাশনী, পৃ. ১০
৪. তদেব
৫. মুখোপাধ্যায়, উমা স্বাধীনতা আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ, স্বরসতী প্রেস, ১৯৬১, পৃ. ১৫৬
৬. দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ, ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, নবভারত প্রকাশনী, ১৯৮৩, পৃ. ২১
৭. তদেব, পৃ. ২২
৮. ক্যাম্বেল, জেমস, পলিটিক্যাল ট্রাবেল ইন ইন্ডিয়া, ওরিয়েন্টাল প্রকাশনী, ১৯১৭, পৃ. ৬৯
৯. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ২৫, তারিখ - ১৯০৭/০৬/২২, পৃ. ৫৭১
১০. তদেব, পৃ. ৫৭২
১১. ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের রাজনৈতিক ঘটনার ডায়েরী, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল - ১৯০৮, মার্চ-১, পৃ. ২১
১২. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ২৫, তারিখ - ১৯০৭/০৭/২২, পৃ. ১৬
১৩. ক্যাম্বেল, জেমস, পলিটিক্যাল ট্রাবেল ইন ইন্ডিয়া, ওরিয়েন্টাল প্রকাশনী, ১৯১৭, পৃ. ৮৩
১৪. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩৮, তারিখ - ১৯০৭/০৬/২৯, পৃ. ৬০৫
১৫. ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের রাজনৈতিক ঘটনার ডায়েরী, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল – ১৯০৮, মার্চ – ১, পৃ. ৩৬
১৬. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩৭, তারিখ - ১৯০৭/০৯/১৪, পৃ. ৯৩৫
১৭. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩৯, তারিখ - ১৯০৭/০৯/২৮, পৃ. ১০১২
১৮. তদেব, পৃ. ১০১৪
১৯. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩৭, তারিখ - ১৯০৭/০৯/১৪, পৃ. ৯৩৮
২০. তদেব, পৃ. ৯৩৫
২১. তদেব, পৃ. ৯৩৬
২২. তদেব, পৃ. ৯৫৩
২৩. ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের বাংলা ও আসামের পরিস্থিতি সম্পর্কিত রিপোর্ট, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল – বি – ১৯০৭, পৃ. ১৩
২৪. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা, ৩৭, তারিখ - ১৯০৭/০৯/১৪, পৃ. ৯৫০
২৫. তদেব, পৃ. ৯৫০
২৬. ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের রাজনৈতিক ঘটনার ডায়েরী, রিপোর্ট, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল - এ_১৯০৯_মার্চ_১, পৃ. ৪
২৭. ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম পক্ষের বাংলা ও আসামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত রিপোর্ট, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল - এ-১৯০৮_১০৭, পৃ. ৪
২৮. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ১২, তারিখ - ১৯০৮/০৩/২১, পৃ. ৫৩৯
২৯. ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম পক্ষের বাংলা ও আসামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত রিপোর্ট, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল - এ-১৯০৮_১০৭, পৃ. ৫
৩০. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ১৩, তারিখ - ১৯০৮/০৩/২৮, পৃ. ৫৭০
৩১. ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের রাজনৈতিক ঘটনার ডায়েরী, রিপোর্ট, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল - ১৯০৮/১, পৃ - ১১
৩২. ঘোষ, অরবিন্দ, বন্দেমাতরম, প্রকাশক, অরবিন্দ আশ্রম, ২০০২, পৃ. ৬১২
৩৩. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩০, তারিখ - ১৯০৭/০৭/২৭, পৃ. ৭১০

৩৪. ঘোষ, অরবিন্দ, বন্দেমাতরম, প্রকাশক, অরবিন্দ আশ্রম, ২০০২, পৃ. ৬১৩
৩৫. ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের রাজনৈতিক ঘটনার ডায়েরী, রিপোর্ট, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ফাইলঃ ১৯০৮/১, পৃ. ১১
৩৬. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩৩, তারিখ - ১৯০৭/০৮/১৭, পৃ. ৩৫৬
৩৭. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩০, তারিখ - ১৯০৭/০৭/২৭, পৃ. ৩০২
৩৮. তদেব, পৃ. ৩০৩
৩৯. তদেব, পৃ. ৩০৪
৪০. তদেব, পৃ. ৩০২
৪১. আরবিন্দ, অন ন্যাশানালিজম, অববিন্দ ট্রাস্ট, ২০১৭, পৃ. ২২৫
৪২. বাংলারদেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩৩, তারিখ - ১৯০৭/০৮/১৭
৪৩. মুখোপাধ্যায়, হরিদাস, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, প্রকাশনী, ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায় (১৯৬১), পৃ. ১৭
৪৪. ক্যাম্বেল জেমস, পলিটিক্যাল ট্রাবেল ইন ইন্ডিয়া (১৯০৭ - ১৯১৭) ওরিয়েন্টাল প্রকাশনী, ১৯১৭, পৃ. ৮১
৪৫. ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের রাজনৈতিক ঘটনার ডায়েরি, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক, ফাইল - ১৯০৮_১, পৃ. ১৫
৪৬. তদেব, পৃ. ১৬
৪৭. বাংলারদেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩৭, তারিখ - ১৯০৭/০৯/১৪, পৃ. ৯৮৭
৪৮. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩৮, তারিখ - ১৯০৭/০৯/২১, পৃ. ৯৮৭
৪৯. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩৯, তারিখ - ১৯০৭/১০/২, পৃ. ৩৮০
৫০. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৪৪, তারিখ - ১৯০৭/১১/০২, পৃ. ১১৯৭
৫১. তদেব, পৃ. ২৪৬
৫২. ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের দেশীয় বাংলা ও আসামের দেশীয় পত্রিকা সম্পর্কিত রিপোর্ট, পৃ. ২
৫৩. তদেব, পৃ. ৪
৫৪. অরবিন্দ ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় শাস্তিকে অত্যন্ত অবিচলিত ভাবে গ্রহন করেছে। তার ফলে শাস্তি সম্পর্কিত ভীতিবোধের বিপরীত মানসিকতা প্রদর্শন করেন। যা ঔপনিবেশিক শাস্তি ও কারাবাসের ভীতি তৈরির মূল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়।
৫৫. দেশীয় ভাষায় স্বদেশী সংবাদপত্র সম্পর্কিত রিপোর্ট, সংখ্যা - ৭, তারিখ - ১৯০৮/০২/১৫, পৃ. ২৬৯
৫৬. তদেব, পৃ. ২৭০
৫৭. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের শাস্তি প্রস্তাব, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল - বি_১৯০৭_৬৬, পৃ. ২
৫৮. কোশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার রিগার্ডিং দ্যা সুইসাইট অফ ইন্দুভূষন রায়, স্বরাষ্ট্র ও রাজনীতি বিভাগ, ফাইল - বি/১৯১২/৬১-৬৪, পৃ. ৬
৫৯. তদেব, পৃ. ২০
৬০. আর্টিক্যাল ইন দ্যা বেঙ্গলি রিগার্ডিং দ্যা সুইসাইড অফ ইন্দুভূষন রায়, রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল - বি- ১৯১২/ ৬০, পৃ. ২০। প্রত্যক্ষ্যদর্শী নন্দগোপালের বিবরনীর ভাষায় - "...I think he (indubhusan) he must have committed suicide to escape from the troubles and torture of the jail"
৬১. তদেব, পৃ. ২২
৬২. আর্টিক্যাল ইন দ্যা বেঙ্গলি রিগার্ডিং দ্যা সুইসাইড অফ ইন্দুভূষন রায়, রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল – বি - ১৯১২ / ৬০, পৃ. ৪০
৬৩. তদেব, পৃ. ৩৬

৬৪. ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সমর্থক মধ্যবিত্ত শ্রেনি মূলত এই সময় বিরোধীতে পরিনত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেনির সমালোচনার অন্যতম ক্ষেত্র ছিল সংবাদপত্র। এই বিষয়টি সুমিত সরকার 'স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

৬৫. ফোর্টনাইট রিপোর্ট অন দ্যা পলিটিক্যাল সিচুয়েশান ১৯০৮ (মার্চ), স্বরাষ্ট্র ও রাজনীতি, ফাইল - এ/১৯০৮/১০৭

৬৬. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৩৪, তারিখ - ১৯০৮/০৮/২২, পৃ. ১৫৪৯

৬৭. পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, ক্ষুদিরাম সংখ্যা, বর্ষ - ২৩, সংখ্যা – ২৫ ও ২৬, জানুয়ারী ১৯৯০, পৃ. ৬৬৪

৬৮. বাংলার দেশীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সংখ্যা - ৪৬, তারিখ - ১৯০৮/১১/১৪, পৃ. ১৮৭০

৬৯. ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের রাজনৈতিক ঘটনার ডায়েরী, স্বরাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগ, ফাইল – এ - ১৯০৯ মার্চ - ১, পৃ. ১৯